



এগিয়ে যাও মেয়েৰা

উপল বড়ুয়া

১৯৭৭ সালে আইসিসিৰ সদস্যপদ লাভ কৰে বাংলাদেশ। তিন বছৰ খেলে আইসিসি ট্ৰফি। ১৯৮৬ সালের ৩১ মার্চ এশিয়া কাপ, সেই আসরেই বাংলাদেশ প্রথম কোনাে ওয়ানডে ম্যাচ খেলে আইসিসিৰ পূৰ্ণ সদস্যৰ বিপক্ষে। সেই দলটি ছিল পাকিস্তান। সেই ম্যাচে অনভিজ্ঞ বাংলাদেশ পেৰে ওঠেনি। আৰ তৱা সেই হাৰেৰ প্ৰতিশোধই যেন নিল ১৯৯৯ বিশ্বকাপে। ওয়াসিম আকৰামদেৰ সেই দল ছিল পাকিস্তানেৰ ইতিহাসেৰ অন্যতম সেৱা দলও। তাৰ আগে একই বছৰ ত্ৰিদেশীয় সিরিজে জিম্বাবুয়েৰ বিপক্ষে ঢাকাৰ বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়ামে বাংলাদেশেৰ ক্ৰিকেটে প্ৰথম আন্তৰ্জাতিক সেধুৰি কৰেছিলেৰ মেহৰাব হোসেন অপি। সে এক ইতিহাস। এৰপৰ আৰও কত সেধুৰি এলো বাংলাদেশেৰ ক্ৰিকেটাৰদেৰ ব্যাটে! তবে প্ৰথম সবসময় অবিস্মৰণীয়, অনন্য ও ইতিহাস।

তেমন এক ইতিহাস গড়লেৰ ফাৰজানা হক পিংকি। বাংলাদেশেৰ মেয়েদেৰ ক্ৰিকেটে প্ৰথম আন্তৰ্জাতিক সেধুৰি। আৰ সেটিও ঢাকাৰ মাটিতে, মিরপুরে পৰাক্ৰমশালী ভাৰতেৰ বিপক্ষে। বাংলাদেশেৰ মেয়েদেৰ পৰিসরে যাতায়াত বেশিদিনেৰ নয়। আৰ গণ্ডিটাও বেশ ছোট। তবে সেখানেই দু্যতি ছড়াচ্ছেন নিগাৰ

সুলতানা জ্যোতিৰা। সম্প্ৰতি মিরপুরে রোমাঞ্চকৰ ওয়ানডে সিরিজ ড্ৰ কৰেছে ভাৰতেৰ বিপক্ষে। প্ৰথম ম্যাচ জিতে ইতিহাস গড়াৰ পৰ দ্বিতীয় ম্যাচে হাৰ। আৰ সিরিজ নিৰ্ধাৰণী শেষ ম্যাচে নাটকীয় টাই। সেই ম্যাচেই ওপেনাৰ ফাৰজানা ১৬০ বলে ৭ চাৰে খেলেৰ ১০৭ ৰানেৰ ইতিহাস গড়া ইনিংস। এখন এই ম্যাচটিই হয়ে ওঠেছে আন্তৰ্জাতিক মহলে যত আলোচনাৰ কেন্দ্ৰবিন্দু।

বাংলাদেশেৰ বিপক্ষে সিরিজ ড্ৰ মেনে নিতে পাৰেননি ভাৰতীয় অধিনায়ক হাৰমানপ্ৰীত কেীৰ। শেষ ম্যাচে অমন নাটকীয় টাই দেখে হয়তো রক্ত চড়েছিল তাৰ মাথায়। ম্যাচটিতে নিজেৰ ব্যাটিং ব্যৰ্থতা তো আছেই। আম্পায়ারেৰ সঙ্গে বাগ-বিতণ্ডাৰ পৰ পুৰস্কাৰ বিতৰণী অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ অধিনায়ক জ্যোতিকেও কটুক্তি কৰেন তিনি। যা মোটেও খেলোয়াড়ীসুলভ নয়। তাৰ জন্য হাৰমানপ্ৰীতকে নিজ দেশেৰ ক্ৰিকেটাৰদেৰ তো বটে, বাইৰেৰ ক্ৰিকেটাৰাও সমালোচনা শুনতে হচ্ছে। এমন অশোভন আচৰণেৰ শান্তি হিসেবে দুটি ভিন্ন অপৰাধে ম্যাচ ফিৰ ৭৫ ও ২৫ শতাংশ কাটা গেছে তাৰ। আইসিসিৰ ৪টি ডিমেরিট পয়েন্ট পাওয়ার পাশাপাশি দুই ম্যাচ নিষিদ্ধও হয়েছেন।

খুব কাছে গিয়েও ভাৰতেৰ বিপক্ষে প্ৰথমবাৰ ওয়ানডে সিরিজ জিততে না পাৰলেও আক্ষেপ

স্বাধীনতা পাওয়ার মতো ক্ৰিকেটে আজকেৰ অবস্থানে আসতে কম যুদ্ধ কৰতে হয়নি বাংলাদেশকে। অনেক কষ্টাকীৰ্ণ পথ পাড়ি দিয়ে এতদূৰ আসা, ওয়ানডে ক্ৰিকেটে পৰাক্ৰমশালী হয়ে ওঠা। অবশ্য জাতীয় ক্ষেত্ৰে এখনো আইসিসিৰ কোনো শিৰোপা ঘৰে তোলা হয়নি বটে, তবে আশায় বুক বাঁধলে ক্ষতি কী!

কৰাৰ কথা নয় বাংলাদেশেৰ। মিরপুরে সীমিত ওভাৰেৰ দুই সিরিজে বাংলাদেশেৰ প্ৰাপ্তি যে অনেক! টি-টোয়েন্টিতে এৰ আগেও ভাৰতেৰ বিপক্ষে জিতেছেন জ্যোতিৰা। এবাৰ তিন ম্যাচেৰ টি-টোয়েন্টি সিরিজেৰ শেষ ম্যাচটি জিতে হোয়াইটওয়াশ এড়িয়েছে। সেই ধাৰাবাহিকতা তাৰা দেখিয়েছে ওয়ানডে সিরিজে। প্ৰথম ম্যাচে বৃষ্টি আইনে ৪০ ৰানেৰ জয়। তবে পৰেৰ ম্যাচে বাজে হাৰ, সেখান থেকে ঘূৰে দাঁড়িয়ে তৃতীয় ও শেষ ম্যাচে পিংকিৰ ইতিহাস গড়া সেধুৰিতে ৪ উইকেটে ২২৫ ৰানেৰ সংগ্ৰহ। এই ম্যাচটাও প্ৰায় মুঠোয় পুৰেছিল বাংলাদেশ। লক্ষ্য তাড়া কৰতে নেমে মাৰুফা আজাৰ ও সুলতানা খাতুনেৰ দুৰ্ভাগ্য বোলিংয়ে শুরুতে ২ উইকেট হাৰিয়ে বসে ভাৰত। সেখান থেকে ওপেনাৰ স্মৃতি মাক্তানার ফিফটিতে ৩ উইকেটে ১৩৯।

কিন্তু সফৰকাৰীৰা যখন জয়েৰ কথা ভাবছে তখনই নাহিদা আজাৰেৰ ঘূৰ্ণিতে ম্যাচে ফিৰে বাংলাদেশ। দেখতে দেখতে ২১৭ ৰানে ৮ উইকেট হাৰিয়ে হাৰেৰ শঙ্কাৰ ভাৰত। তবে অলরাউন্ডাৰ জেমিমাৰ ৪০ ৰানেৰেৰ সঙ্গে শেষ উইকেটে মেঘনা সিংহেৰ জুটিতে ধড়ে একটু প্ৰাণ ফিৰে পায় সফৰকাৰীৰা। তবে মাৰুফা কৰা শেষ ওভাৰেৰ আশ্বিনবাৰা তৃতীয় বলটিই সব হিসেব

চুকিয়ে দিল। ভারতের স্কোরও তখন সময়। বাকি চার বলে ১ রান নিলেই জয় তাদের। আর টাইয়ের জন্য বাংলাদেশের দরকার এক উইকেট। মারুফার অফসাইডের দুর্দান্ত গতির ডেলিভারি টোকা দিতে গিয়ে জ্যোতির হাতে ক্যাচ মেঘনা। বাংলাদেশ মেতে ওঠে সিরিজ ড্রয়ের আনন্দে।

এই ম্যাচেই মারুফা দেখিয়ে দিলেন, হারের আগ পর্যন্ত হারতে নেই। করে যেতে হয় লড়াই। বাংলাদেশের মেয়েরাও বিশ্বাস করেন, আন্তর্জাতিক অঙ্গনে তাদের বয়স কম হলেও বিশ্বসেরা হওয়ার জন্য এই মানসিকতায় প্রয়োজন। এভাবেই তারা এগিয়ে যাবেন। জ্যোতি-মারুফা-পিংকিদের পারফরম্যান্সে খুশি হয়ে পুরস্কার ঘোষণাও করেছেন বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের সভাপতি নাজমুল হাসান পাপন। দলীয় ও ব্যক্তিগত পারফরম্যান্সের জন্য ৩০ লাখ টাকা দেওয়া হচ্ছে মেয়েদের। মেয়েদের এতদূর আসার পেছনে রয়েছে অনেক লড়াই ও শ্রমের গল্প। সেসব গল্প না হয় আরেকদিন হবে। তবে সময় এসেছে আমাদের মেয়েদের পৃষ্ঠপোষকতা করার। সে ফুটবলে হোক বা ক্রিকেটে। পৃষ্ঠপোষকতা না পেলে অনেকের পথচলায় থেমে যাবে। যে সিরিজটিতে কোনো স্পন্সর ছিল না কোনো চ্যানেল টিভি সস্ত্র-ই কিনতে চায়নি, সে সিরিজটিই এখন বিশ্ব ক্রিকেটে বাংলাদেশের মাথাটা উঁচু করে দিয়েছে।

এ বৈষম্য দূর হোক

বিশ্বকাপ মানেই সাজসাজ রব। যেন এক বিশাল মেলা। টানা কয়েকদিন ধরে চলা এই মেলা। ভেঙে গেলে হৃদয়ে বিরহের বাণ আসে। ক্রিকেট হোক বা ফুটবল কিংবা অলিম্পিক; ক্রীড়াঙ্গণের এসব উৎসব মানে মানুষের এক মিলনমেলা। প্রতিবছরই তো কোনো না বিশ্বকাপ চলছেই। ২০২২ সালের ডিসেম্বরে কাতারে বসল ফুটবল বিশ্বকাপ। ওয়ানডে বিশ্বকাপ হবে এ বছরের অক্টোবরে, ভারতে। তার আগে চলছে আরেকটি বিশ্বকাপ। বাংলাদেশের মানুষ হয়তো সেটি জানে না। জানলেও আত্মহ কম।

অস্ট্রেলিয়া-নিউ জিল্যান্ডে (চলমান) নারী ফুটবল বিশ্বকাপের খবর ক'জনে জানে! ক্রীড়াঙ্গণে নারীদের যেকোনো ইভেন্ট এখনো আমাদের আত্মহের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে ওঠতে পারেনি। বলা চলে, হয়ে উঠতে দেওয়া হয়নি। তার কারণ পুরুষতান্ত্রিক ও পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থা। নারীরা এখনো পুরুষদের মতো খেলাধুলায় অগ্রসর না হলেও প্রায় প্রতিটি ডিসিপ্রিনে অংশ নেয়। আজ আমাদের দেশের নারীরাও শুধু গৃহস্থালি সামলাচ্ছেন না। ক্রিকেট, ফুটবলসহ বেশকিছু জনপ্রিয় ক্রীড়াঙ্গণে বয়ে আনছেন দেশের সম্মান।

তারপরও নারীদের খেলাধুলা দেখে নাক সিঁটকানো মানুষের সংখ্যা কম নেই। আমাদের দেশে তো আছেই, বিদেশেও এখনও পুরুষতান্ত্রিকতার শিকার মেয়েদের ক্রীড়াঙ্গণে। সেসব যাক, আজ আমরা করব মেয়েদের ফুটবল বিশ্বকাপের গল্প। কারণ এই মুহূর্তে বৈশ্বিক লড়াই বলতে ওই একটিই চলছে। মেয়েদের ফুটবলে লিওনেল মেসি, ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো, নেইমার, কিলিয়ান এমবাল্গেদের মতো তারকা নেই। যার কারণে হয়তো বিশ্বকাপের সাজসাজ যে রব সেটা তেমন দেখা যায় না। যার কারণে ওশেনিয়া অঞ্চলে অনুষ্ঠিত এই বিশ্বকাপে মাঠে দর্শক খরা কাটানোর জন্য ফ্রি বিতরণ করতে হয়েছে টিকিট। তবে সেটির সফলতাও পাওয়া যাচ্ছে। মাঠে দর্শকদের উপস্থিতি বেশ লক্ষ্যণীয়। জমে ক্ষীর এই বিশ্বকাপের ১০ম আসর। ২০ জুলাই উদ্বোধনী ম্যাচে নরওয়ের বিপক্ষে জয় পায় নিউ জিল্যান্ড। তাতেই ইতিহাস। নারী বিশ্বকাপ ইতিহাসে এটাই যে প্রথম জয় তাদের।

নারী বিশ্বকাপ শুরু ১৯৯১ সালে। চার বছর অন্তর অন্তর শুরু হওয়া এই বিশ্বকাপের এটি দশম আসর। ৩২ বছরের ইতিহাসে সর্বোচ্চ চারবার চ্যাম্পিয়ন হয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। ছেলেদের বিশ্বকাপে যেমন সর্বোচ্চ শিরোপা জিতেছে ব্রাজিল, মেয়েদের ফুটবলে যুক্তরাষ্ট্রই পরাশক্তি। দুবার শিরোপা জিতেছে জার্মানি। একবার করে জাপান ও নরওয়ে। শুরুতে এই বৈশ্বিক টুর্নামেন্টের নাম ছিল 'ফিফা নারী বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ'। প্রথম

আয়োজিত হয় চীনে, ১৯৯১ সালে। মূলত ছেলেদের বিশ্বকাপের এক বছর পরে বসে এই আসর। এখানেও পেরিয়ে আসতে হয় বাছাইপর্বের সাঁকো। এবার প্রথমবারের মতো হচ্ছে ওশেনিয়ার দুই প্রতিবেশি অস্ট্রেলিয়া ও নিউ জিল্যান্ডে। অংশ নিয়েছে ৩২ দল। দুই দেশে যৌথভাবে বিশ্বকাপ আয়োজন, এবারই প্রথম। ইতোমধ্যে এ টুর্নামেন্টের গ্রুপ পর্ব শেষে শুরু হয়েছে নকআউট রাউন্ড।

গত মাসে ক্রিকেটের অভিভাবক সংস্থা আইসিসি জানিয়েছিল, এখন থেকে ছেলেদের বিশ্বকাপের মতো নারী বিশ্বকাপেও সমান প্রাইজ মানি থাকছে। কেবল বিশ্বকাপে নয়, ছেলে ও মেয়েদের দুই ক্ষেত্রেই আইসিসির অধীনে যত টুর্নামেন্ট হবে, সমান প্রাইজ মানি দেওয়া হবে। এমনকি অনূর্ধ্ব ১৯ বিশ্বকাপেও। এমন অসাধারণ সিদ্ধান্তের জন্য আইসিসি সাধুবাদ পাওয়ার যোগ্য।

তবে ফুটবলের ক্ষেত্রে অবশ্য এই বৈষম্য এখনো থাকছে। ফুটবলের অভিভাবক সংস্থা ফিফা এখনো তেমন কোনো সিদ্ধান্ত জানায়নি। ২০২২ বিশ্বকাপে প্রাইজ মানি ছিল রেকর্ড ৪৪০ মিলিয়ন (মার্কিন) ডলার। যা ২০১৮ বিশ্বকাপের চেয়ে ৪০ মিলিয়ন ডলার বেশি। ২০১৪ বিশ্বকাপে দেওয়া হয়েছিল ৩৫৮ মিলিয়ন ডলার। কাতার বিশ্বকাপে বাজেট ছিল ৪.৬ বিলিয়ন ডলার। যেখানে ২.৬ বিলিয়ন ডলার আয় হয়েছে সম্প্রচার সত্ত্ব থেকে। আর চ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনা কত পেয়েছিল জানেন? রেকর্ড ৪২ মিলিয়ন ডলার!

প্রতি আসরে বাজেট, প্রাইজমানি, চ্যাম্পিয়নদের টাকার অংক যে বাড়বে সেটি বলে দেওয়াই যায়। তবে সে তুলনায় মেয়েদের বিশ্বকাপ এখনো অনেক পিছিয়ে। এটা ঠিক যে, মেয়েদের ফুটবলের প্রতি মানুষের তেমন আত্মহ এখনো তৈরি হয়নি। নেই খুব বেশি তারকা। যা আছে, তাদের নামই বা ক'জনে জানেন! রাত জেগে তো কেউ আর মেয়েদের ক্লাব ফুটবল হোক বা কোনো আন্তর্জাতিক প্রীতি ম্যাচ দেখে না। যা একটু আলাচনা, বিশ্বকাপ এলেই।

ফিফা প্রেসিডেন্ট জিয়ান্নি ইনফান্তিনো জানিয়েছেন, ২০২৩ নারী বিশ্বকাপের প্রাইজ মানি ১১০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। চ্যাম্পিয়নরা পাবে ১০.৫ মিলিয়ন ডলার। রানার আপরা পাবে ৭.৫ মিলিয়ন ডলার। এর বাইরে, ৬.২ মিলিয়ন ডলার ভাগ করে দেওয়া হবে অংশ নেওয়া খেলোয়াড়দের। মেয়েদের ফুটবলের উন্নয়নে প্রায় ৪.৩ মিলিয়ন দেওয়া হবে দেশগুলোর ফুটবল ফেডারেশনকে।

একটু তুলনা করলেই দেখা যায়, ছেলে ও মেয়েদের ফুটবলের ফারাক ও বৈষম্য কতটুকু। যেখানে ছেলেদের লো-ভোল্টেজ কোনো ম্যাচ দেখার জন্য টিকিট মেলে না সেখানে মেয়েদের ফুটবল বিশ্বকাপের টিকিট দিতে হচ্ছে ফ্রিতে। এই বৈষম্য কি আদৌ কাটবে? ছেলেদের মতো মেয়েদের ফুটবলেও কি বিনিয়োগ করবে না বহুজাতিক কোম্পানিগুলো? এসব ক্ষেত্রে পার্থক্য যা হোক না কেন, মাঠের খেলায় অবন্য উদ্ভেজনার কমতি নেই মেয়েদের ফুটবলে।

